Lib

023

দৈনিক বাংলা

তারিখ ...30 JAN 1987...
পৃষ্ঠা... ৫ ...কলাম... ২...

জেলা পরিষদে গ্রন্থাগার

আমাদের দেশে গ্রন্থাগারের অভাব আছে। সে অভাব পূরণ করার জন্যে একটি উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী জানিয়েছেন কিছু দিনের মধ্যেই প্রত্যেক জেলা পরিষদে একটি করে পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থাগার স্থাপন করা হবে। উপজেলা পরিষদ এবং পর্যায়ক্রমে ইউনিয়ন পরিষদগুলিতেও গ্রন্থাগার স্থাপনের বিষয়টি সরকারের সক্রিয় বিবেচনায় আছে। বাংলাদেশ গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষা আধুনিকীকরণ ও গ্রন্থাগার সার্ভিস শীর্ষক সেমিনারে প্রধানমন্ত্রী একথা বলেন।

বাংলাদেশের জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক পাঠাভ্যাস নেই। থাকার কথাও নয়। আমাদের মধ্যে নগণ্যসংখ্যক মানুষেরই বই পড়ার মত শিক্ষা আছে। তবে যে স্বল্পসংখ্যক শিক্ষিত মানুষ আছে আমাদের দেশে তাদের মধ্যেও বই পড়ার অভ্যাস খুব কম। এজন্যে দারিদ্র্যকে পুরোপুরি দায়ী করা যাবে না। দারিদ্র্য যেখানে নেই সেখানে বই পড়ার অভ্যাস আছেই এমন কথা জোর দিয়ে বলা যাবে না। বই পড়ার অভ্যাসই এখনো আমাদের সমাজে সেভাবে গড়ে ওঠেনি। গ্রন্থাগার, বইমেলা প্রভৃতির মাধ্যমে বইকে জনপ্রিয় করে তোলা গেলে জনসাধারণের বই পড়ার আগ্রহ গড়ে উঠবে বলে আশা করা যায়।

মানসিক বিকাশের জন্যে যে বই পড়া একান্ত দরকার সেকথা বলারও প্রয়োজন নেই। একজন মণীষী বলেছিলেন, সুস্থ ও সুন্দরভাবে বাঁচার জন্যে প্রতিদিন এক মাইল হাঁটবে, একটা বই পড়বে এবং একজন বন্ধু খুঁজে নেবে। বই আদর্শ বন্ধুর ভূমিকাও পালন করতে পারে। যার বই পড়ার অভ্যাস আছে তিনি জানেন, এর চেয়ে সুন্দর বিনোদনের মাধ্যম খুব কমই আছে। তবে একথা সত্য অনেক সময় বই পড়ার ইচ্ছা থাকলেও বই সংগ্রহ করার ব্যাপারে অসুবিধা থাকে। কাছাকাছি গ্রন্থাগার থাকলে এ অসুবিধা দূর হতে পারে। আসলে জনসাধারণের মধ্যে পাঠাভ্যাস গড়ে তোলার ব্যাপারে সব সময় এবং সব দেশেই গ্রন্থাগারের বিশেষ ভূমিকা আছে।

তবে গ্রন্থাগার স্থাপন করার পর গ্রন্থাগারগুলি যাতে চালু থাকে, বইপত্রের সংরক্ষণের সুব্যবস্থা থাকে সেদিকেও নজর রাখতে হবে। গ্রন্থাগারের বই ফেরত না দেয়া, বই হারিয়ে যাওয়া ইত্যাদি ধরনের বিশৃংখলার নজীরই সম্ভবত বেশি। এ ধরনের বিশৃংখলা এড়াবার জন্যে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা থাকতে হবে।